বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) থেকে সংগৃহিত ভারতে প্রশিক্ষিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের পূর্ব কথা ঃ

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

মুক্তিযুদ্ধ'৭১

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদনাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, সেল ঃ ০১৭১১৮২৩৯০২, ০১৫৫০১৬৭০১৫
উৎস ঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সংগৃহিত ভারতে প্রশিক্ষিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সম্বলিত প্রামাণ্য দলিল।

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ৯ মাস সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সঠিক তালিকা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের এক অতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। বস্তুতঃ তালিকা প্রণয়নের ভার ট্রাস্টের হাতে থাকলে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজ অনেক সহজতর হতো। দীর্ঘ [illegible] ও ১৭ বছর পর এ তালিকা যে সংগ্রহ করা গেছে সেটাও কম উদ্যোগের ব্যাপার নয়। [illegible] এর [illegible] যে ট্রাস্ট দলিলপত্রাদি সংগ্রহ করেছে। [illegible] [illegible] ট্রাস্ট [illegible]। ট্রাস্টের কল্যাণ [illegible] মুক্তিযোদ্ধা [illegible] মিঃ [illegible] (অবঃ) [illegible] [illegible] [illegible] কল্যাণ [illegible] সাধন করেছেন। [illegible] এ তালিকা চূড়ান্ত তালিকা নয়। [illegible] যে সংকলিত নাম ও [illegible] ট্রাস্টের দলিল দস্তাবেজ থেকেই সংগ্রহ করে, [illegible] মুক্তিযোদ্ধা [illegible] একটি নির্দেশনা ও তার উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] প্রকাশিত করা হয়েছিল। [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] একটি তালিকা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২৮শে অগ্রহায়ণ
১৪ই ডিসেঃ ৮৮

[illegible]

প্রারম্ভিকা

আজ থেকে সতের বছর আগে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর কাছে হানাদার পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল নয় মাস ব্যাপি মুক্তিযুদ্ধ, জন্ম নিয়েছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র - বাংলাদেশ।

ঔপনিবেশিক পরাধীনতা, নির্পীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনার কবল থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে কত মা হারিয়েছে তার বুকের সন্তানকে, কত সোনার সন্তান হয়েছে পিতৃ-মাতৃ হীন, কত মানুষ হারিয়েছে তার আপনজন, কত মাকে হারাতে হয়েছে তার সম্ভ্রম।

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন সেই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার। এ দেশের ইতিহাসে তাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

সেই মহান সংগ্রামে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তাদের নির্ভরশীল পরিবারের পুর্নবাসন এবং যারা যুদ্ধাহত ও পংগু তাদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসন এবং সাধারন মুক্তি-যোদ্ধাদের কল্যানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের কল্যাণ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে। কল্যাণ মূলক এসব কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং কার্যক্রমকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ করার জন্য প্রামান্য দলিল প্রকল্পের কথা চিন্তা করা হয়। "প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল" সেই চিন্তারই বহিঃ প্রকাশ।

বিপুল সংখ্যক দলিল সংগ্রহ এবং সেগুলোকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংকলন করা অত্যন্ত দুরুহ কাজ এতদ্র সত্বেও কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাদের দৈনন্দিন নির্ধারিত কাজ করার পরেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয় এ কথাটি যে সত্য তা তারা প্রমান করেছেন। এজন্য আমি গর্ববোধ করছি এবং আমার সহকর্মী বন্ধুদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। যাদের আত্মত্যাগে আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন আবাসভূমি সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগামী দিনেও তারা এমনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। কল্যাণ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছেন তাদের নামের তালিকা এই প্রারম্ভিকার সাথে সংযুক্ত করা হল।

এ ধরনের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা যিনি সর্বপ্রথম ভেবেছিলেন যিনি হচ্ছেন ট্রাষ্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আমিন আহমেদ চৌধুরী, বীর, বিএসপি। তার উদ্যোগ, উৎসাহ ও প্রেরনাই এ কাজের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল।

কয়েক সহস্র দলিল সম্পাদনা ও জেলা, উপজেলা ওয়ারী বাছাই করে নির্ধারিত পরিকল্পনা মাফিক সংকলনে সন্নিবেশিত কাজটি যে কত জটিলতাপূর্ন তা সহজেই অনুমেয়। তবু এধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব থাকা সত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে দায়িত্ব শেষ করতে হয়েছে। সে কারনে কিছু ত্রুটি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এজন্য সকল মহলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল সংগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ-গ্রহনকারী অকুতভয় বীর সেনানীদের অমর অবদানের কিয়দাংশও যদি স্মৃতির ফ্রেমে বেঁধে রাখতে পারি এবং রক্তের দামে কেনা স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে যারা সামনে এগিয়ে যাবে আমাদের সেই আগামী প্রজন্ম এই সংকলন থেকে যদি কিঞ্চিৎ পাথেয়ের সন্ধান পায় তবেই আমাদের সমবেত শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী
পরিচালক, কল্যাণ বিভাগ
এবং
সভাপতি, সংকলন পরিষদ

ঢাকা
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ বাং
ডিসেম্বর ১৯৮৮ ইং

প্রারম্ভিকা

আজ থেকে সতের বছর আগে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর কাছে হানাদার পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল নয় মাস ব্যাপি মুক্তিযুদ্ধ, জন্ম নিয়েছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র - বাংলাদেশ ।

ঔপনিবেশিক পরাধীনতা, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনার কবল থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে কত মা হারিয়েছে তার বুকের সন্তানকে, কত সোনার সন্তান হয়েছে পিতৃ-মাতৃ হীন, কত মানুষ হারিয়েছে তার আপনজন, কত মাকে হারাতে হয়েছে তার সক্ষম ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন সেই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার । এ দেশের ইতিহাসে তাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে ।

সেই মহান সংগ্রামে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তাদের নির্ভরশীল পরিবারের পুর্নবাসন এবং যারা যুদ্ধাহত ও পংগু তাদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসন এবং সাধারন মুক্তি-যোদ্ধাদের কল্যানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের কল্যাণ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে । কল্যাণ মূলক এসব কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং কার্যক্রমকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ করার জন্য প্রামান্য দলিল প্রকল্পের কথা চিন্তা করা হয় । "প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল" সেই চিন্তারই বহিঃ প্রকাশ ।

বিপুল সংখ্যক দলিল সংগ্রহ এবং সেগুলোকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংকলন করা অত্যন্ত দুরুহ কাজ এতদ্র সত্বেও কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাদের দৈনন্দিন নির্ধারিত কাজ করার পরেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজটি সফল করেছেন । আন্তরিক ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয় এ কথাটি যে সত্য তা তারা প্রমান করেছেন । এজন্য আমি গর্ববোধ করছি এবং আমার সহকর্মী বন্ধুদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন । যাদের আত্মত্যাগে আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন আবাসভূমি সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগামী দিনেও তারা এমনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের । কল্যাণ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছেন তাদের নামের তালিকা এই প্রারম্ভিকার সাথে সংযুক্ত করা হল ।

এ ধরনের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা যিনি সর্বপ্রথম ভেবেছিলেন তিনি হচ্ছেন ট্রাষ্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আমিন আহমেদ চৌধুরী, বীর, বিএসসি । তার উদ্যোগ, উৎসাহ ও প্রেরনাই এ কাজের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে । তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল ।

কয়েক সহস্র দলিল সম্পাদনা ও জেলা, উপজেলা ওয়ারী বাছাই করে নির্ধারিত পরিকল্পনা মাফিক সংকলনে সন্নিবেশিত কাজটি যে কত জটিলতাপূর্ন তা সহজেই অনুমেয় । তবু এধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব থাকা সত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে দায়িত্ব শেষ করতে হয়েছে । সে কারনে কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক এজন্য সকল মহলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আকর্ষন করছি ।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল সংগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ-গ্রহনকারী অকুতভয় বীর সেনানীদের অমর অবদানের কিয়দাংশও যদি স্মৃতির ফ্রেমে বেঁধে রাখতে পারি এবং রক্তের দামে কেনা স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে যারা সামনে এগিয়ে যাবে আমাদের সেই আগামী প্রজন্ম এই সংকলন থেকে যদি কিঞ্চিৎ পাথেয়ের সন্ধান পায় তবেই আমাদের সমবেত শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব ।

ঢাকা
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ বাং
ডিসেম্বর ১৯৮৮ ইং

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী
পরিচালক, কল্যাণ বিভাগ
এবং
সভাপতি, সংকলন পরিষদ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামাণ্য দলিল সংকলন পরিষদ
কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
" স্বাধীনতা ভবন "
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

সভাপতি - লেঃ কর্ণেল (অবঃ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী
পরিচালক, কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদক - কাজী আনোয়ারুল করিম
মহা-ব্যবস্থাপক, কল্যাণ বিভাগ

সদস্য
======

১।	মোঃ আব্দুল হান্নান	উপ-ব্যবস্থাপক
২।	মোল্লা হাসান উদ্দিন	রেকর্ড কর্মকর্তা
৩।	কামাল উদ্দিন আহমেদ	উপ-ব্যবস্থাপক
৪।	মোঃ মনিরুল হক ভূঞা	উপ-ব্যবস্থাপক
৫।	এম আরকান আলী	উপ-ব্যবস্থাপক
৬।	মোঃ মাহবুবুর রহমান	কল্যাণ কর্মকর্তা
৭।	মোঃ কাওসার উদ্দিন	কল্যাণ কর্মকর্তা
৮।	মোঃ আলী আকবর মিয়া	সহ-প্রঃ হিঃ রক্ষক
৯।	মোঃ হারুনুর রশীদ	সহকারী ব্যবস্থাপক
১০।	সৈয়দ ওয়াহেদ আলী	বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
১১।	আহমেদ হোসেন	ভান্ডার কর্মকর্তা
১২।	মোঃ ফজলুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৩।	এ, কে, এম, মোজাম্মেল হক	সংগ্রহ কর্মকর্তা
১৪।	জয়ন্ত বিজয় চৌধুরী	ভান্ডার কর্মকর্তা
১৫।	মোঃ শামসুল হক	সহঃ রেকর্ড কর্মকর্তা
১৬।	গোলাম মোহাম্মদ খান	সহঃ কল্যাণ কর্মকর্তা
১৭।	নূর ইসলাম	সহঃ ভান্ডার কর্মকর্তা
১৮।	মোঃ মতিউর রহমান	সহঃ নিরাপত্তা কর্মকর্তা
১৯।	এস, এম, জোহা	সহঃ ভান্ডার কর্মকর্তা
২০।	মোঃ শাহজাহান ভূঞা	সহঃ শ্রম কর্মকর্তা
২১।	সাগর কান্তি মন্ডল	সহঃ বিএস্ব কর্মকর্তা
২২।	শেখ জাকির হোসেন	সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা
২৩।	কে, এম, আবুল কালাম আজাদ	সহঃ হিসাব রক্ষক
২৪।	মোশারফ হোসেন	উর্দ্ধতন সহকারী
২৫।	মোঃ নুরুল হক ভূঞা	উর্দ্ধতন সহকারী
২৬।	মোঃ আবদুস সালাম খান	একান্ত সহকারী
২৭।	আঃ ছাত্তার	উর্দ্ধতন সহকারী

২৮।	মোঃ সোহরাব হোসেন	উর্দ্ধতন সহকারী
২৯।	নজরুল ইসলাম	সহকারী
৩০।	এম,এ,হান্নান	সহকারী
৩১।	মিজানুর রহমান	সহকারী
৩২।	মোঃ লাল মিয়া	সহকারী
৩৩।	বাবুল চন্দ্র ভৌমিক	সহকারী
৩৪।	জসিম উদ্দিন	কেয়ার টেকার
৩৫।	আডম-ডি-কস্তা	সুপারভাইজার
৩৬।	নিজাম উদ্দিন	ভান্ডার রক্ষক

ফটোকপি সংগ্রহ

৩৭।	মোল্লা হাসান উদ্দিন
৩৮।	গোলাম হোসেন ভূঞা
৩৯।	মোঃ নুরুল হক ভূঞা
৪০।	মোঃ আবদুল খালেক
৪১।	মোঃ ফিরোজার রহমান
৪২।	আবুল কালাম আজাদ
৪৩।	আবদুল গনি

মুদ্রাক্ষরিক

৪৪।	প্রদীপ কুমার মজুমদার
৪৫।	মোঃ শহিদুল ইসলাম
৪৬।	মোঃ আবদুল খালেক

সহযোগী সদস্য

৪৭।	সৈয়দ কবির হোসেন
৪৮।	আবদুস সোবহান
৪৯।	মোঃ শহিদুল্লাহ
৫০।	সেকেন্দার আলী
৫১।	তজমুন আলী
৫২।	আঃ করিম
৫৩।	মোঃ শাহজাহান
৫৪।	মোঃ নুরুজ্জামান
৫৫।	মোঃ মোতাহার হোসেন
৫৬।	মোহাম্মদ হোসেন

সম্পাদকের কথা

একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অসীম সাহসী সৈনিকদের নির্ভিক মনোবল, অপরিমেয় কৃতি ও মহান আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিই আজকের বাংলাদেশ। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অনন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগ দিয়েছিলেন এদেশের সর্বস্তরের মুক্তিপাগল মানুষ।

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হল কাংখিত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার লাল সূর্যটিকে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে অনেক বীর যোদ্ধাকে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়েছে এবং অনেকে আহত হওয়ার কারনে পংগু হয়ে পড়েছেন সারা জীবনের জন্য।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেছে বাংলার মানুষ-যুদ্ধ করেছে গ্রাম বাংলার সাধারন মানুষ হাটে-বাটে-মাঠে। যুদ্ধ করেছে সমগ্র জাতি শহরে-গঞ্জে-বন্দরে। যুদ্ধ করেনি মুষ্টিমেয় স্বার্থন্বেষী সুবিধাবাদী মহল। এ জনযুদ্ধে আলাদাভাবে কাউকে চিহ্নিত করে সমগ্র যুদ্ধকে খাটো করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাচ্ছি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসেবে অস্ত্র প্রশিক্ষন নিয়ে সেদিন যারা ঝাপিয়ে পড়েছিলেন বাংলার পথে প্রান্তরে তাদের একটি তালিকা জাতির মনের মনিকোঠায় থাকুক-ক্ষনিকের জন্য হলেও তাদের নাম দেশে প্রজন্মের রক্তে শিহরন আসুক। এই উদ্দেশ্যেই মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা তৈরীতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য এই তালিকা হয়তবা সম্পূর্ন তালিকা নয় কিন্তু যে নাম সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই নাম যুদ্ধকালীন দলিল দস্তাবেজ থেকে নেয়া হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহন করে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা পংগুত্ব বরণ করেছেন তাঁদের এবং যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের ছেলেমেয়ে ও নির্ভরশীল সদস্যদের চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন, আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করা, এছাড়াও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের স্বার্থে বহুমুখী কল্যাণ মূলক কার্য্যএম চালু এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মহৎ উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৯৪নং আদেশ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের জন্ম হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় বাংলার যে সমস্ত সোনার টুকরো সন্তানেরা হানাদার পাক-বাহিনীকে হটিয়ে ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভুত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে অবস্থানরত ছিলেন সেসব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও তাদের তালিকা প্রনয়নের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে কল্যাণ কার্য্যএম শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সমস্ত প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ট্রাষ্ট কর্তৃক গঠিত টিম সকল জেলায় জরিপের মাধ্যমে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের তালিকা প্রনয়ন করে এবং তাদের জন্যে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে মাসিক ভাতা, ছাত্র বৃত্তি, চিকিৎসা ইত্যাদি কার্য্যএম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্ধাহারে-অনাহারে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা গ্রাম গঞ্জের আনাচে কানাচে অবস্থানরত অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগণ ট্রাষ্ট কর্তৃক দেয় কল্যাণ মূলক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নাও থাকতে পারেন, এ বিষয় বিবেচনা করে চূড়ান্ত কার্য্যএম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমে পনেরদিন ব্যাপি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এ প্রচারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন সহ সকল প্রকার তথ্য সম্বলিত ছকে আবেদন আহ্বান করা হয়, এবং ছাপানো আবেদনপত্র বিতরনের জন্য বাংলাদেশের সকল মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার এবং

মুক্তিযোদ্ধা সংসদে প্রেরণ করা হয়। আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত নিয়ম মোতাবেক তালিকাভুক্ত করে কল্যাণ কার্যক্রমের আওতাধীন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও অন্যান্য কারনে আহত বা নিহত কিছু লোকের নাম ট্রাস্টের সুযোগ সুবিধা ভোগকারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দিতে হয় এবং তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। এতে কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে নানা প্রকার জটিলতা ও সমস্যা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সুযোগ সুবিধা প্রদান কল্পে নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য দলিল সংগ্রহের বিষয়টি উপলব্ধি করা হয়। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তৎকালীন সময়ে যুদ্ধ শেষে মিত্র-বাহিনী হতে প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম স্থ 'দি ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেন্টারে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত মূল দলিলের ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত এই ফটোকপিগুলিই উপজেলা পর্যায়ে সাজিয়ে "প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল" নামে পুস্তক আকারে সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত দলিলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম, উপজেলা, জেলা, খন্ড নম্বর ইত্যাদি তথ্যসহ এলাকা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও পৃথকভাবে পুস্তক আকারে ৬টি খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া একই সাথে বিডিআর, সেনা, নৌ ও বিমান - বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন তাঁদেরও প্রামান্য দলিল ও তালিকা পৃথক দু'টি খন্ডে সংকলিত করে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে (৭ম ও ৮ম খন্ড)। অনেকেই পৃথিবীর এই বিস্ময়কর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার অবকাঠামো সম্পর্কে অবহিত নন, বিধায় তাঁদের জিজ্ঞাসু মনের পরিতৃপ্তির জন্যে তালিকায় নিবিষ্ট পুস্তকের প্রথমেই মুজিবনগর সরকার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সহিত জড়িত শিল্পীবৃন্দ, সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ওয়ারী সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ সেক্টর অধিনায়কদের নামের তালিকাও সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষ বীরত্বপূর্ন ভূমিকার জন্য খেতাবে ভূষিত হয়েছেন তাদের তালিকাও এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা সূর্যের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন - নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন - যাঁদের আত্মদানের পথ বেয়ে আমরা আজ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখছি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তাদের জন্য একটি 'প্রতীক প্রতিষ্ঠান'। ইতিহাসের অনিবার্য্য প্রয়োজনে দেশের ঐ কৃতী সন্তানদের জীবন বৃত্তান্ত সংরক্ষন করার নৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব জাতি অস্বীকার করতে পারেনা। কারন সেই মহান বীরদের যদি আমরা চিনতে না পারি তবে জাতি হিসেবে আমরা আমাদের নিজেদেরকেও চিনতে পারবো না। তাই অন্যান্য পেশা/শ্রেণী ভিত্তিক পটভূমি হতে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের, অর্থাৎ বেসামরিক, সামরিক (আনসার, পুলিশ ইত্যাদি) কাদেরিয়া, হেমায়েত এবং মুজিব বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত প্রামান্য দলিলও একইভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে এ বিষয়েও সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

'দি ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ৬১৫৬২টি মূল দলিলের মধ্যে ১০৭৬টি দলিল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফটোকপি করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত। বাকি ৬০৪৮৬টি সংগৃহীত মূল দলিলের মধ্যে ৮৮৬৩ টি মূল দলিলের বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম একাধিকবার পাওয়ায় এবং ৫৯ টির ফটোকপি একেবারে অস্পষ্ট থাকায় মোট সংখ্যা হতে তা বাদ দিয়ে মোট ৫১৫৭০টি জীবন বৃত্তান্তের ফটোকপি উপজেলা ওয়ারী সর্বমোট ২০৮টি খন্ডে পুস্তক আকারে সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া মূল জীবনবৃত্তান্তে অনেকের বেলায় গ্রাম, ডাকঘর, থানার উল্লেখ না থাকায় তাদের নাম সদর জেলায় সংযুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া মূল দলিলে যাদের পূর্নাংগ জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি অথবা যাদের মূল দলিল বিলম্বে পাওয়ায় এলাকা ভিত্তিক খন্ডে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি তাদের তালিকা ৬নং খন্ডের সাথে সংযোজন করা হয়েছে এবং মূল দলিল সমূহ পৃথকভাবে পুস্তক আকারে সংরক্ষন করা হয়েছে । এখানে একটি কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল দলিলগুলির ইংরেজী লেখা হতে বাংলায় রুপান্তর করায় উচ্চারনের তারতম্যে হয়ত কারো কারো নাম কিছু ভুলএুটি পরিলক্ষিত হতে পারে । যদি এরূপ কোন এুটির কথা অনুগ্রহ করে আমাদের জানানো হয় তবে পরবর্তী সংখ্যায় তা সংশোধন করে প্রকাশ করা হবে ।

প্রায় বায়ান্ন হাজার রেকর্ড সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং সুবিন্যস্থ আকারে সংরক্ষন করার কাজটি যত সহজ মনে হয়েছিল এ কাজে সার্বক্ষনিকভাবে জড়িত থেকে এটা উপলব্ধি করা হয় যে, বাস্তবে এটা তত সহজ সাধ্য নয়, বরং অত্যন্ত জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ । এ কারনে হয়তো একই ব্যক্তির নাম একাধিক স্থানে অথবা অন্য উপজেলায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে । এ ধরনের ভুলএুটি আমাদের গোচরিভূত হলে পরবর্তী সময় তা সংশোধন করা হবে । ফটোকপি সমূহের ব্যাপারে সেনা বাহিনী সদর দপ্তর, 'দি ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেন্টারের' কমান্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমান, বীর প্রতীক লেঃ কর্ণেল খান গোলাপ, এ এ এন্ড কিউ এম জি এবং সকল সৈনিকবৃন্দ যারা এ কাজে তাঁদের স্বতস্ফূর্ত সাহায্য সহযোগিতা দান করেছেন তা সত্যই তুলনাবিহীন । এজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ । ট্রাষ্টের কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিরলস কর্মোদ্যম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সহযোগস্পৃহা ও সীমাহীন পরিশ্রমের ফলেই এ দুঃসাধ্য কাজটি অতি অল্প সময়ে করা সম্ভব হয়েছে । এজন্য তারাই সব প্রশংসার দাবীদার ।

পুস্তক আকারে রুপান্তরের কাজ যথাসময়ে সুচারুরূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তদারকির ফাঁকে ফাঁকে যিনি সঠিক কার্য পদ্ধতি, বিরাট কাজটি অল্প আয়েসে সম্পাদনের উপায় নির্ধারন ইত্যাদি সম্পর্কে তার স্বভাব সুলভ সহাস্য আচরনের মাধ্যমে আদেশ - উপদেশ দিয়ে কর্মীবৃন্দকে উৎসাহিত করে কাজের অগ্রগতিকে গতিময় করে রেখেছিলেন তিনি কল্যাণ বিভাগের পরিচালক ও সংরক্ষন পরিষদের সভাপতি লেঃ কর্ণেল (অবঃ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী । তার অফুরন্ত কর্ম প্রেরনা কর্মীবৃন্দের পাথেয় হয়ে থাকবে ।

এই উদ্যোগের উদ্ভাবক ও নেপথ্য প্রনেতা বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আমিন আহমেদ চৌধুরী, বীবি, পিএসসি । তাঁর উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ফলেই মূল দলিলের ফটোকপি সংগ্রহ করা এবং বাস্তব রুপান্তর সম্ভব হয়েছে । তাঁর এই আন্তরিক প্রচেষ্টা কর্মীবৃন্দের ভবিষৎ কর্মকান্ডে অনুপ্রেরনা যোগাবে ।

পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের নাম লিখতে, মানব জাতির মুক্তির মিছিলে একটি নতুন পতাকা উড়াতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীনতার স্বপক্ষে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং যাঁরা আহত বা পংগু হয়ে জীবন যাপন করছেন, দেশের সেইসব কৃতী সন্তানদের অসামান্য কৃতীকে চির স্মরনীয় করে রাখার লক্ষ্যে তাঁদের উদ্দেশেই উৎসর্গিত হল আমাদের সামান্য অবদান "প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামান্য দলিল" ।

ঢাকা
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ বাং
ডিসেম্বর ১৯৮৮ ইং

কাজী আনোয়ারুল করিম
মহা-ব্যবস্থাপক, কল্যাণ বিভাগ
এবং
সম্পাদক, প্রামান্য দলিল সংকলন পরিষদ

একনজরে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

স্থাপিত : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১
শপথ গ্রহণ : ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সচিবালয় : মুজিবনগর
ক্যাম্প অফিস : ৮ থিয়েটার রোড, কোলকাতা
রাষ্ট্রপতি : বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন)
উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থমন্ত্রী : এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এম কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি : মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ : আবদুর রব
বিমান বাহিনী প্রধান : এ কে খন্দকার

দেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানীকে জেনারেল এবং লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবদুর রবকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করেন।

বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

তথ্য, বেতার ও প্রচার : আবদুল মান্নান এমএনএ
সাহায্য ও পুনর্বাসন : অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ
ভলান্টিয়ার কোর : ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ
বাণিজ্য বিষয়ক : মতিউর রহমান এমএনএ

অস্থায়ী সচিবালয়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ

সেক্রেটারী জেনারেল : রুহুল কুদ্দুস
অর্থ সচিব : খন্দকার আসাদুজ্জামান
ক্যাবিনেট সচিব : তওফিক ইমাম
প্রতিরক্ষা সচিব : আবদুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব : মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর পর্যন্ত)
: এ ফতেহ
তথ্য সচিব : আনোয়ারুল হক খান
সংস্থাপন সচিব : নুরুল কাদের খান
স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান : আবদুল খালেক
কৃষি সচিব : নুরুদ্দীন আহমদ
বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়া দিল্লীতে মিশন প্রধান : হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী

কলকাতায় মিশন প্রধান	: হোসেন আলী
পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান	: ডঃ মোজাফফর আহমদ
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	: ডঃ মোশাররফ হোসেন
	: ডঃ আনিসুজ্জামান
	: সৈয়দ আলী আহসান
	: ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ
	: ডঃ স্বদেশ রঞ্জন
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান	: ডঃ এ আর মল্লিক
ইয়ুথ ক্যাম্প-এর পরিচালক	: উইং কমান্ডার (অবঃ) এস আর মির্জা
পরিচালক,তথ্য ও প্রচার দফতর	: এম আর আখতার মুকুল
পরিচালক,চলচ্চিত্র বিভাগ	: আবদুল জব্বার
পরিচালক,আর্টস ও ডিজাইন	: কামরুল হাসান
রিলিফ কমিশনার	: শ্রী জে জি ভৌমিক
পরিচালক,মেডিক্যাল বিষয়ক	: ডাক্তার টি হোসেন
সহকারী পরিচালক,মেডিক্যাল	: ডাক্তার আহমদ আলী

মন্ত্রীসভার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্টাফ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব	: কাজী লুৎফুল হক (মরহুম)
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: ডঃ ফারুক আজিজ খান
পি আর ও	: আলী তারেক
স্টাফ অফিসার	: মেজর নুরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল (অবঃ))
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: মামুনুর রশিদ
পি আর ও	: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
অর্থ মন্ত্রীর একান্ত সিচব	: সাদত হোসাইন
কলকাতার মিশনে তথ্য অফিসার	: জোয়াদুল করিম
	: আমিনুল হক বাদশা
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: কামাল সিদ্দিকী (ডক্টর)
পি আর ও	: কুমার শংকর হাজরা
প্রধান সেনাপতির দু'জন এডিসি	: ক্যাপ্টেন নুর
	: লেঃ শেখ কামাল (মরহুম)
প্রধান সেনাপতির পি আর ও	: মোস্তফা আল্লামা
উপ-সচিব,দেশরক্ষা	: আকবর আলী খান
উপ-সচিব,সংস্থাপন	: ওয়ালীউল ইসলাম
উপ-সচিব,স্বরাষ্ট্র	: খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রান্সপোর্ট অফিসার	: এম এইচ সিদ্দিকী
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে	: আশফাকুর রহমান খান
	: শহীদুল ইসলাম
	: টি এইচ শিকদার
	: বেলাল মোহাম্মদ
	: তাহের সুলতান
বাংলা সংবাদের দায়িত্বে	: কামাল লোহানী

ইংরেজী সংবাদের দায়িত্বে : আলী জাফর
ইংরেজী সংবাদ পর্যালোচনা : আলমগীর কবীর
উর্দু অনুষ্ঠানের দায়িত্বে : জাহিদ সিদ্দিকী
সংগীতের দায়িত্বে : সমর দাস
: অজিত রায়
নাটকের দায়িত্বে : হাসান ইমাম
: রণেন কুশারী
: মাসুমা আনোয়ার
ও বি ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান : আশরাফুল আলম
প্রকৌশলের দায়িত্বে : সৈয়দ আবদুস শাকের
: রেজাউল করিম চৌধুরী

বিভিন্ন জোনের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিত্ব

দক্ষিণ-পূর্ব জোন : অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী এমএনএ
: জহুর আহমদ চৌধুরী এমএনএ
উত্তর-পূর্ব জোন : দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ
: শামসুর রহমান খান
পূর্ব জোন : এম এ রব এমএনএ
উত্তর জোন : মতিউর রহমান এমএনএ
: এ রউফ এমএনএ
পশ্চিম জোন : আজিজুর রহমান
: আশরাফুল ইসলাম এমএনএ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন : এম এ রউফ চৌধুরী এমএনএ
: ফনী মজুমদার এমপিএ
জোনাল অফিসের দায়িত্বে : ফয়েজ উদ্দীন আহমদ
: এম এ সামাদ
: কাজী রকিব উদ্দীন আহমদ
: এ রব সেরনিয়াবাত

(আরো অনেকের নাম সংগ্রহ অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থী)

জোনাল অফিসে নিযুক্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা

সেক্রেটারী জেনারেল : রুহুল কুদ্দুস
পররাষ্ট্র সচিব : মাহবুব আলম চাষী (নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এ ফতেহ)
দেশরক্ষা সচিব : এ সামাদ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য ও বেতার সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব)
অর্থ সচিব : খোন্দকার আসাদুজ্জামান
মন্ত্রী পরিষদ সচিব : তৌফিক ইমাম
সংস্থাপন সচিব : নূরুল কাদের খান
তথ্য ও বেতার সচিব : আনোয়ারুল হক খান

কৃষি সচিব : এম নুরুদ্দীন
সুরাষ্ট্র সচিব : এম এ খালেক (পুলিশের আই,জি'র অতিরিক্ত দায়িত্ব)
স্বাস্থ্য সচিব : ডাঃ টি হোসেন
পরিচালক,আর্টস ও ডিজাইন: কামরুল হাসান
পরিচালক,তথ্য ও প্রচার : এম আর আখতার
পরিচালক চলচ্চিত্র : আবুল জব্বার খান
রিলিফ কমিশনার : অধ্য গোবিন্দ ভৌমিক
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব : কাজী নুৎফুল হক
প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিব : ডঃ কারুক আজিজ খান
উপ-সচিব এবং দেহরক্ষা : আকবর আলী খান
উপ-সচিব,সংস্থাপন : ওয়ালীউন ইসলাম
উপ-সচিব,সুরাষ্ট্র : মোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব : সাদত হোসেন
উপ-সচিব রিলিফ এবং ডেপুটি রিলিফ কমিশনার : আবুনুর রশীদ
ট্রান্সপোর্ট পুল অধিকর্তা : এম এইচ সিদ্দিকী
প্রধান মন্ত্রীর স্টাফ অফিসার : মেজর নুরুল ইসলাম
প্রধান সেনাপতির এডিসি : লেঃ শেখ কামাল,ক্যাপ্টেন নুর

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

অনুষ্ঠান বিভাগ

১। জনাব সামসুল হুদা চৌধুরী, (সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার)
২। জনাব আশফাকুল রহমান খান (প্রোগ্রাম অর্গানাইজার)
৩। জনাব মেসবা উদ্দিন আহমদ (প্রোগ্রাম অর্গানাইজার)
৪। জনাব বেলাল মোহাম্মদ (প্রোগ্রাম অর্গানাইজার)
৫। জনাব টি, এইচ, সিকদার (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
৬। জনাব তাহের সুলতান (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
৭। জনাব মোস্তফা আনোয়ার (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
৮। জনাব আবদুল্লাহ আল ফারুক (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
৯। জনাব মাহমুদ ফারুক (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
১০। জনাব আশরাফুল আলম (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
১১। জনাব আলী জাকের (ইংরেজী প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
১২। জনাব নজরুল ইসলাম অনু (প্রোগ্রাম প্রডিউসার)
১৩। জনাব কাজী হাবিব উদ্দিন আহমেদ (সাব-এডিটর)
১৪। জনাব সহিদুল ইসলাম (নিউজ রিডার, এনাউন্সার)
১৫। জনাব আলী রেজা চৌধুরী (নিউজ রিডার, এনাউন্সার)
১৬। জনাব মঞ্জুর কাদের (বাবুল) (নিউজ রিডার, এনাউন্সার)
১৭। জনাব আবু ইউনুস (এনাউন্সার)
১৮। জনাব মোতাহার হোসেন (এনাউন্সার)
১৯। জনাব মোঃ মহসীন রেজা (এনাউন্সার)
২০। জনাব এ, কে, সামসুদ্দিন (প্রোডাকশন সুপারভাইজার)
২১। জনাব সৈয়দ হাসান ইমাম (প্রডিউসার, ড্রামা)
২২। রনেন কুশারী (প্রডিউসার)
২৩। জনাব সালেকিন (রাইটার)
২৪। সমর দাস (মিউজিক ডাইরেক্টর)
২৫। জনাব আবু তৈয়ব খান (রাইটার)
২৬। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (রাইটার)
২৭। জনাব খালিদ চৌধুরী (রাইটার)
২৮। জনাব ফয়েজ আহমদ (রাইটার)
২৯। জনাব বদরুল হাসান (রাইটার)
৩০। জনাব সাইফুর রহমান (রেকর্ডিং সুপার)
৩১। মনোতোষ দে (অনুষ্ঠান প্রযোজক)
৩২। রণেশ লাল দেব চৌধুরী (অনুষ্ঠান প্রযোজক)

বার্তা বিভাগ

১। জনাব কামাল লোহানী (ইনচার্জ নিউজ)
২। জনাব মনসুর মামুন (সাব-এডিটর)
৩। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (সাব-এডিটর)
৪। সুব্রত বড়ুয়া (সাব-এডিটর)
৫। মৃণাল কুমার রায় (সাব-এডিটর)
৬। কাঞ্চি লাল চৌধুরী (সাব-এডিটর)

৭। জনাবা পারভীন হোসেন (নিউজ রিডার, ইংরেজী)
৮। এজাজ হোসেন (মনিটর)
৯। রসুল আশরাফ চৌধুরী (মনিটর)
১০। জনাব জাহিদ সিদ্দিকী (সাব-এডিটর, উর্দু খবর)
১১। জনাব সহিদুর রহমান (সাব-এডিটর, উর্দু খবর)
১২। জনাব নুরুল ইসলাম সরকার (নিউজ রিডার)

প্রকৌশল বিভাগ

১। জনাব সৈয়দ আবদুল সাকের (ইঞ্জিনিয়ার)
২। জনাব রাশেদুল হোসেন (টেকনিশিয়ান এসিস্ট্যান্ট)
৩। জনাব মোমেনুল হক চৌধুরী (টেকনিশিয়ান এসিস্ট্যান্ট)
৪। জনাব আমিনুর রহমান (টেকনিশিয়ান এসিস্ট্যান্ট)
৫। প্রণব দে (টেকনিশিয়ান অপারেটর)
৬। জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী (টেকনিশিয়ান অপারেটর)
৭। জনাব এ,এস,শরফুজ্জামান (টেকনিশিয়ান অপারেটর)
৮। জনাব হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (টেকনিশিয়ান অপারেটর)

প্রশাসনিক বিভাগ

১। অনিল কুমার মিত্র (হিসাব রক্ষক)
২। জনাব আশরাফ উদ্দিন (ষ্টেনো)
৩। কালিপদ রায় (ষ্টেনো-টাইপিষ্ট)
৪। জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ (অফিস সহকারী)
৫। জনাব আনোয়ারুল আবেদীন (অফিস সহকারী)
৬। জনাব এস,এ,সাজ্জাদ (ষ্টুডিও একজিকিউটিভ-কাম রিসিপসনিষ্ট)
৭। দুলাল রায় (কপিষ্ট)
৮। জনাব নওয়াব জামান চৌধুরী (কপিষ্ট)
৯। জনাব বরকত উল্লাহ (কপিষ্ট)
১০। জনাব একরামুল হক চৌধুরী (কপিষ্ট)
১১। বিমল কুমার নিয়োগী, পিয়ন
১২। সত্য নারায়ণ ঘোষ, পিয়ন
১৩। জনাব সামসুল হক, পিয়ন
১৪। জনাব সাখাওয়াত হোসেন, পিয়ন

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগে নিয়মিতভাবে
অনুষ্ঠান প্রচারের সংগে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং শিল্পিবৃন্দ ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

১। মৌলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী
২। মাওলানা খাইরুল ইসলাম যশোরী
৩। মৌওলানা ওবায়েদুল্লা জালালাবাদী

সাহিত্যিক অনুষ্ঠান

১। ডঃ আনিসুজ্জামান
২। আবদুল গাফফার চৌধুরী
৩। হাসান মুর্শিদ
৪। উম্মে কুলসুম
৫। রফিক নওশাদ
৬। মির্জা নুর রহমান
৭। বিপ্লবদাস
৮। আল মাহমুদ
৯। মাহবুব তালুকদার
১০। আশরাফুল আলম
১১। শাহজাহান ফারুক
১২। মুসাদ্দেক
১৩। আসাদ চৌধুরী
১৪। মোঃ রফিক
১৫। প্রণব চৌধুরী
১৬। নির্মলেন্দু গুণ
১৭। সবুজ চক্রবর্তী
১৮। শিকাবিদ সৈয়দ আলী আহসান
১৯। অসিত রায় চৌধুরী

ছোট গল্প পাঠ

২০। অসিত রায় চৌধুরী
২১। শওকত ওসমান
২২। বিপ্লব বড়ুয়া
২৩। আবদুল জলিল
২৪। বুলবন ওসমান
২৫। জাহাংগীর আলম
২৬। গণেশ ভৌমিক(খোজা সুজন)
২৭। জাফর সাদেক(মোঃ আবু জাফর)

সংগীত অনুষ্ঠান

১। সমর দাস
২। মলয় ঘোষ
৩। হরলাল রায়
৪। আব্দুল জব্বার
৫। অজিত রায়
৬। আপেল মাহমুদ
৭। রথীন্দ্র নাথ রায়
৮। মান্না হক
৯। এম,এ,মান্নান
১০। শাহ আলী সরকার
১১। সানজিদা খাতুন
১২। সরদার আলাউদ্দিন
১৩। কল্যাণী ঘোষ
১৪। অনিল কুমার ভট্টাচার্য
১৫। মন্জুর আহমদ
১৬। কাদেরী কিবরিয়া
১৭। সুবল দাস
১৮। আবদুল গনি বুখারী
১৯। শাহীন মাহমুদ
২০। অনিল দে
২১। অরুন্ধরতন চৌধুরী
২২। মোশাইয়েদ আলী
২৩। শেফালী ঘোষ
২৪। হেমা বেগম
২৫। মফিজ আংগুর
২৬। লাকি আখন্দ

২৭। সুপ্রা রায়
২৮। মালা খান
২৯। রম্পা খান
৩০। মাধুরী আচার্য
৩১। নমিতা ঘোষ
৩২। ইন্দ্র মোহন রাজবংশী
৩৩। আবু নওশের
৩৪। রমা ভৌমিক
৩৫। ইকবাল মাহমুদ
৩৬। কিশোর রায়
৩৭। মনোয়ার আহমদ
৩৮। রঞ্জন ঘটক
৩৯। মনোরঞ্জন ঘোষাল
৪০। তোরাব আলী
৪১। লায়লা জামান
৪২। বুলবুল মহলানবীশ
৪৩। এম,এ,মালেক
৪৪। মাকসুদ আলী সাই
৪৫। ফকির আলমগীর
৪৬। মনজুলা দাস গুপ্ত
৪৭। সুব্রত সেন গুপ্ত
৪৮। উমা চৌধুরী
৪৯। মোশারফ হোসেন
৫০। ঝর্না ব্যানার্জি
৫১। দীপা ব্যানার্জী
৫২। সুকুমার বিশ্বাস
৫৩। তরুন রায়
৫৪। প্রবল চৌধুরী
৫৫। রফিকুল আলম
৫৬। কল্যাণী মিত্র
৫৭। মঞ্জুশ্রী নিয়োগী
৫৮। লীনা দাস
৫৯। সাকিনা বেগম
৬০। রেজাওয়ানুল হক
৬১। অনীতা বসু
৬২। মহিউদ্দিন খোকা
৬৩। রিজিয়া সাইফুদ্দিন
৬৪। রেহেনা বেগম
৬৫। মিহির নন্দী
৬৬। অমিতাভ সেনগুপ্ত
৬৭। ভক্তি রায়
৬৮। অর্চনা বসু
৬৯। মোস্তফা তানুজ
৭০। সাধন সরকার
৭১। মুজিবর রহমান
৭২। মিনু রায়
৭৩। রীতা চাটার্জী
৭৪। শান্তি মুখার্জী
৭৫। জীবনকৃষ্ণ দাস
৭৬। শিব শংকর রায়
৭৭। সৈয়দ আলমগীর
৭৮। ভারতী ঘোষ
৭৯। শেফালী সান্যাল
৮০। মদন মোহন দাস
৮১। শহীদ হাসান
৮২। অরুনা সাহা
৮৩। জয়ন্তী ভূইয়া
৮৪। কুইন মাহাজিন
৮৫। মৃণাল ভট্টাচার্য
৮৬। শাফাউন নবী
৮৭। প্রদীপ ঘোষ
৮৮। মিহির কর্মকার
৮৯। শক্তি শিখা দাস
৯০। মিহির লাল
৯১। গীতশ্রী সেন
৯২। গৌরাংগ সরকার
৯৩। প্রণব চন্দ্র
৯৪। বিকাশ রায়
৯৫। বাসু দেব
৯৬। পরিতোষ শিল
৯৭। মিতালী মুখার্জী
৯৮। মলয় কুমার গাংগুলী
৯৯। তপন ভট্টাচার্য (তপন মাহমুদ)
১০০। শক্তি মহন নবীশ
১০১। তিমির নন্দী লাহিড়ি
১০২। সুবল দত্ত
১০৩। বাবুল দত্ত
১০৪। অবিনাশ শীল
১০৫। অরুন গোস্বামী
১০৬। সুনিল গোস্বামী
১০৭। তড়িৎ হোসেন খান
১০৮। দিলীপ গুপ্ত
১০৯। দিলীপ ঘোষ
১১০। জুনু খান
১১১। রঞ্জু খান
১১২। বাসু দেব দাস
১১৩। সমীর চন্দ
১১৪। শত দল সেন

এবং আরও অনেকে যাদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের তালিকা

হেড কোয়ার্টার

১। কর্ণেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী, পিএসসি, এমএনএ
২। লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম এ রব, এম এন এ
৩। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকার
৪। লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এ আর চৌধুরী
৫। লেঃ কর্ণেল খুরশীদ উদ্দিন আহমেদ
৬। মেজর (অবঃ) আবদুল ফাত্তাহ চৌধুরী
৭। উইং কমান্ডার শামসুল হক
৮। মেজর হাবিবুর রহমান মিয়া
৯। মেজর মোঃ আবু ওসমান চৌধুরী
১০। মেজর শওকাত আলী
১১। মেজর এম এইচ বাহার
১২। মেজর নুরুল ইসলাম
১৩। মেজর এ টি সালাউদ্দিন
১৪। মেজর শামসুল আলম
১৫। ক্যাপ্টেন মোঃ এনামুল হক চৌধুরী
১৬। লেঃ মোসুফা কামাল
১৭। ২/লেঃ শেখ কামাল উদ্দিন

এক নম্বর সেক্টর ও জেড ফোর্স

১। লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান
২। মেজর এম জিয়া উদ্দিন
৩। মেজর সাফায়াত জামিল
৪। মেজর রফিক-উল-ইসলাম
৫। মেজর এ জে এম আমিনুল হক
৬। মেজর মহসিন উদ্দিন আহমেদ
৭। মেজর হারুন আহমেদ চৌধুরী
৮। মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী
৯। মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরী
১০। মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ
১১। মেজর মোঃ বজলুল গনি পাটোয়ারী
১২। ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন
১৩। ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ
১৪। ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ
১৫। ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (শহীদ)
১৬। ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দিন মোমতাজ (শহীদ)

১৭। ক্যাপ্টেন এম আফতাবুল কাদির (শহীদ)
১৮। ক্যাপ্টেন এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান
১৯। ক্যাপ্টেন এস এইচ এম বি নুর চৌধুরী
২০। ক্যাপ্টেন এস আই এম নুরনবী খান
২১। ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল হামিদ
২২। ক্যাপ্টেন মোদাচ্ছের হোসেন খান
২৩। ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন
২৪। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন চৌধুরী
২৫। ক্যাপ্টেন মোঃ মতিউর রহমান
২৬। ফ্লাইট লেঃ সুলতান মাহমুদ
২৭। ফ্লাইট লেঃ শাখাওয়াত হোসেন খান
২৮। ফ্লাইট লেঃ নিয়াকত আলী খান
২৯। লেঃ শামসুল হুদা
৩০। লেঃ মনসুরুল আমিন
৩১। লেঃ মোঃ এ কাইউম চৌধুরী
৩২। লেঃ ওয়াকার হাসান
৩৩। লেঃ মাহবুবুল আলম
৩৪। লেঃ এস এম ফজলে হোসেন
৩৫। লেঃ আনিসুর রহমান
৩৬। লেঃ সৈয়দ মনিরুর রহমান
৩৭। লেঃ কে এম আবু বকর
৩৮। লেঃ মনছুর আহমেদ
৩৯। লেঃ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম
৪০। লেঃ রফিক আহমেদ সরকার (শহীদ)
৪১। লেঃ এস এম ইমদাদুল হক (শহীদ)
৪২। লেঃ সওকত আলী
৪৩। লেঃ ফজলুর রহমান
৪৪। লেঃ এ কে এম রকিবুল ইসলাম
৪৫। লেঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (শহীদ)
৪৬। লেঃ মোঃ নুরুল হুদা
৪৭। লেঃ এ জেড গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
৪৮। সিভিলিয়ান অফিসার কামরুল ইসলাম — স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান।
৪৯। সিভিলিয়ান অফিসার মোঃ লতিফুল আলম চৌধুরী — স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান।

দুই নম্বর সেক্টর ও কে ফোর্স

১। লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ
২। মেজর মোঃ আব্দুল মতিন
৩। মেজর আব্দুস সালেক চৌধুরী।
৪। মেজর মোঃ আইন উদ্দিন
৫। মেজর এ টি এম হায়দার

৬। মেজর আকবর হোসেন
৭। ক্যাপ্টেন এ টি এম আব্দুল ওহাব
৮। ক্যাপ্টেন এ আজিজ পাশা
৯। ক্যাপ্টেন এম আশরাফ হোসেন
১০। ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আলম
১১। ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান
১২। ক্যাপ্টেন মো: আব্দুল গাফফার হালদার
১৩। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম
১৪। ক্যাপ্টেন শহিদুল ইসলাম
১৫। ক্যাপ্টেন আখতার আহমেদ
১৬। ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
১৭। লে: দিদারুল আলম
১৮। লে: শাহরিয়ার হুদা
১৯। লে: এম হারুনুর রশিদ
২০। লে: এ কে ফজলুল কবির
২১। লে: ইমামুজ্জামান
২২। লে: মোখলেসুর রহমান
২৩। লে: মোসুফা কামাল
২৪। লে: মো: আব্দুল মালেক মোল্লা
২৫। লে: বজলুল হুদা
২৬। লে: দিদার আনোয়ার হোসেন
২৭। লে: সৈয়দ মিজানুর রহমান
২৮। লে: হাসনী মোসুফা কামাল
২৯। লে: জামিল উদ্দিন আহসান
৩০। লে: মোমতাজ হাসান
৩১। লে: খন্দকার আজিজুল ইসলাম (শহীদ)
৩২। লে: আই এফ বদিউজ্জামান (শহীদ)
৩৩। ক্যাডেট মো: জয়নুল আবেদীন | স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান।
৩৪। ক্যাডেট হুমায়ুন কবীর |
৩৫। সিভিলিয়ান অফিসার জিল্লুর রহমান |

তিন নম্বর সেক্টর ও এস ফোর্স

১। লে: কর্ণেল কে এম সফিউল্লাহ
২। মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান
৩। মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী
৪। মেজর এ এস এম নাসিম
৫। মেজর আব্দুল মতিন
৬। মেজর মো: মতিউর রহমান
৭। মেজর সুবেদ আলী ভূইয়া
৮। ক্যাপ্টেন মঈন উদ্দিন আহমেদ
৯। ক্যাপ্টেন মো: আজিজুর রহমান
১০। ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী

১১। ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন
১২। ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মুর্শেদ খান
১৩। ক্যাপ্টেন নাসির উদ্দিন
১৪। লেঃ সৈয়দ মোঃ ইব্রাহিম
১৫। লেঃ এম আব্দুল মান্নান
১৬। লেঃ মনসুরুল আমিন মজুমদার
১৭। লেঃ মোঃ আবুল হোসেন
১৮। লেঃ শামসুল হুদা বাচ্চু
১৯। লেঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া
২০। লেঃ সৈয়দ আবু সাদেক
২১। লেঃ মইনুল ইসলাম
২২। লেঃ আহমেদ আলী
২৩। লেঃ সাইদ আহমেদ
২৪। লেঃ আনিসুল হাসান
২৫। লেঃ কাজী কবির উদ্দিন
২৬। লেঃ সেলিম এম কামরুল হাসান (শহীদ)
২৭। লেঃ জাহাংগীর আলম খান

চার নম্বর সেক্টর

১। লেঃ কর্ণেল চিত্তরঞ্জন দত্ত
২। মেজর মোঃ আব্দুর রব
৩। ক্যাপ্টেন এ এম খায়রুল আলম
৪। ক্যাপ্টেন এ এম রাশেদ চৌধুরী
৫। ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম
৬। ফ্লাইট লেঃ কাঁদরুল কাদের
৭। লেঃ কাজী সাজ্জাদ আলী জহির
৮। লেঃ এ এস হেলাল উদ্দিন
৯। লেঃ মোঃ আব্দুল জলিল
১০। লেঃ নিরাঞ্জন ভট্টাচার্য্য
১১। লেঃ জহিরুল হক খান
১২। লেঃ আলী ওয়াকিউজ্জামান
১৩। লেঃ এম এম কে জেড জালালাবাদী

পাঁচ নম্বর সেক্টর

১। মেজর মীর শওকাত আলী
২। মেজর মোঃ মোসলেম উদ্দিন
৩। ক্যাপ্টেন এ এস হেলাল উদ্দিন
৪। লেঃ তাহের উদ্দিন আখুঞ্জী
৫। [illegible]
৬। লেঃ আব্দুর রউফ
৭। লেঃ মাহবুবুর রহমান

ছয় নম্বর সেক্টর

১। উইং কমান্ডার এম কে বশার
২। স্কোয়াড্রন লীডার এম সদর উদ্দিন
৩। মেজর নওয়াজেস উদ্দিন
৪। মেজর মোঃ নজরুল হক
৫। ক্যাপ্টেন সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান
৬। ক্যাপ্টেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন
৭। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান
৮। ফ্লাইট লেঃ কিউ এস এম ইকবাল রশিদ
৯। লেঃ মোঃ আব্দুল্লা
১০। লেঃ মোঃ মাসুদুর রহমান
১১। লেঃ আঃ মতিন চৌধুরী
১২। লেঃ আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ (শহীদ)
১৩। ক্যাডেট মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান)

সাত নম্বর সেক্টর

১। লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান
২। মেজর মোঃ নাজমুল হক
৩। মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
৪। মেজর এম আবদুর রশিদ
৫। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর (শহীদ)
৬। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস
৭। লেঃ বজলুল রশিদ
৮। লেঃ আমিনুল ইসলাম
৯। লেঃ কায়সার হক
১০। লেঃ আব্দুল কাউউম খান
১১। লেঃ রফিকুল ইসলাম
১২। লেঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল চৌধুরী
১৩। লেঃ কে এম হামিদুল হক

আট নম্বর সেক্টর

১। লেঃ কর্ণেল এম এ মঞ্জুর
২। মেজর শামসুদ্দিন আহমেদ
৩। মেজর কে এন হুদা
৪। মেজর এ আর আজম চৌধুরী
৫। মেজর মুস্তাফিজুর রহমান
৬। মেজর মোঃ আব্দুর রশিদ
৭। ক্যাপ্টেন মোঃ ইনামুল হক
৮। ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী - সিভিল সার্ভিস অফিসার

৯। ক্যাপ্টেন এ.টি এম আব্দুল ওহাব
১০। ক্যাপ্টেন এম এ হালিম
১১। ক্যাপ্টেন সৈয়দ ফারুক রহমান
১২। ক্যাপ্টেন সফিক উল্লাহ
১৩। ফ্লাইট লেঃ (অবঃ) জামাল উদ্দিন চৌধুরী
১৪। লেঃ অনিক কুমার গুপ্ত
১৫। লেঃ ফজলুর রহমান
১৬। লেঃ মজিবুর রহমান
১৭। লেঃ এম এইচ ছিদ্দিকী
১৮। লেঃ মোঃ মোস্তফা
১৯। লেঃ খন্দকার মোঃ নুরুন নবী
২০। সিভিলিয়ান অফিসার রওশন ইয়াজদানী (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান)

সিভিল ষ্টাফ অফিসার

২১। মিঃ তপন কুমার দাস, বি এস সি ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট)
২২। মিঃ এ,কে,মজিবুর রহমান,এম,এ,এল,এল,বি
২৩। মিঃ এ,বি,এম,শাহাবুদ্দিন,বি,এস,সি,ইঞ্জিনিয়ার (মেকেন)
২৪। মিঃ নুতফুর রহমান,বিএ (অনার্স) এম,এ
২৫। মোঃ মজিবুর রহমান বি,এ,এল,এল,বি

মেডিক্যাল অফিসার

২৬। ডাঃ সৈয়দ আছাদুজ্জামান (এম,বি,বি,এস)
২৭। ডাঃ মোঃ মাজাহারুল হান্নান (এম,বি,বি,এস)
২৮। ডাঃ সুশিল কুমার বিশ্বাস "
২৯। ডাঃ মোজাম্মেল হক "
৩০। ডাঃ ইমদাদুল হক "
৩১। ডাঃ জে,বি,এম জাকর সিদ্দিক "

নয় নম্বর সেক্টর

১। মেজর এম এ জলিল
২। ক্যাপ্টেন মোঃ শাহজাহান
৩। লেঃ মেহেদী আলী ইমাম
৪। লেঃ এ এইচ জিয়া উদ্দিন
৫। লেঃ আহসান উল্লা
৬। লেঃ শচীন কর্মকার
৭। লেঃ মোহাম্মদ আলী
৮। ক্যাডেট এ এস এম শামসুল আরেফিন (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিশন পান)

এগার নম্বর সেক্টর

১। মেজর এম আবু তাহের

২। স্কোয়ার্ডন লীডার মোঃ হামিদ উল্লাহ
৩।
৪। ক্যাপ্টেন লাবুল আজিজ
৫। লেঃ তাহের আহমেদ
৬। লেঃ মোঃ আছাদুজ্জামান
৭। লেঃ মিজানুর রহমান
৮। লেঃ সৈয়দ কামাল উদ্দিন
৯। লেঃ মোঃ শামসুল আলম
১০। লেঃ মনসুরুল ইসলাম

রণাংগনের ১১টি সেক্টর

জুলাই মাসের দিকে
১৯৭১ সালেরবাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে মুজিব-নগর সরকার কর্নেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক এবং রণাংগনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিলো। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অধিনায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। যুদ্ধের মৌলিক নীতি-নির্দ্ধারণ ও দায়িত্ব-প্রাপ্ত কমান্ডারদের নাম দেয়া হলো।

এক নম্বর সেক্টর

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কেনী নদী পর্যন্ত। : মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন)
: মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)

দুই নম্বর সেক্টর

নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ। : মেজর খালেদ মোশারফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
: মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

তিন নম্বর সেক্টর

আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন থেকে পূর্ব দিকেরকুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। : মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
: নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

চার নম্বর সেক্টর

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, কোয়াই, শায়েস্তা-গঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তরদিকে সিলেট-ডাউকী সড়ক। : মেজর সি আর

পাঁচ নম্বর সেক্টর

সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাউকি এলাকা এবং সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ ময়মনসিংহ জেলার সীমানা। : মেজর মীর শওকত আলী

ছয় নম্বর সেক্টর

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ : উইং কমান্ডার এম কে বশার

সাত নম্বর সেক্টর

সমগ্র রাজশাহী জেলা, ঠাকুরগাঁ মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর জেলার বাকী অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা । : মেজর কাজী নুরুজ্জামান

আট নম্বর সেক্টর

সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং ফরিদপুরের অংশ বিশেষ ছাড়াও খুলনা জেলার দৌলতপুর - সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা । : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগষ্ট পর্যন্ত)
: মেজর এম এ মঞ্জুর (আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর)

নয় নম্বর সেক্টর

সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা । : মেজর এম এ জলিল

দশ নম্বর সেক্টর

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও চট্টগ্রাম ও চালনা । : মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমান্ডোদের যখন যে সেক্টরে এ্যাকশন হয়েছে, তখন সেসব সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছে ।

এগারো নম্বর সেক্টর

কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল জেলা । : মেজর আবু তাহের (৩রা নভেম্বর পর্যন্ত)
: ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (৩রা নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে আরও জোরদার করার জন্য মুজিবনগর সরকার ১১টি সেক্টর ছাড়াও ছয় মাস যাবাদ একটি ব্রিগেড এবং পরবর্তীকালে আরও দুটি মোট তিনটি ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেন । ফলে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন । মুক্তিবাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ কমান্ডারের নাম অনুসারে এই তিনটি ফোর্স এর নামকরন করা হয় 'জেড ফোর্স 'এস' ফোর্স এবং 'কে' ফোর্স । তিনজন কমান্ডার হচ্ছেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান কে এম শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশারফ । নিম্নে এই তিনটি ফোর্স এর ইউনিটগুলির বিবরণ দেয়া হলো :-

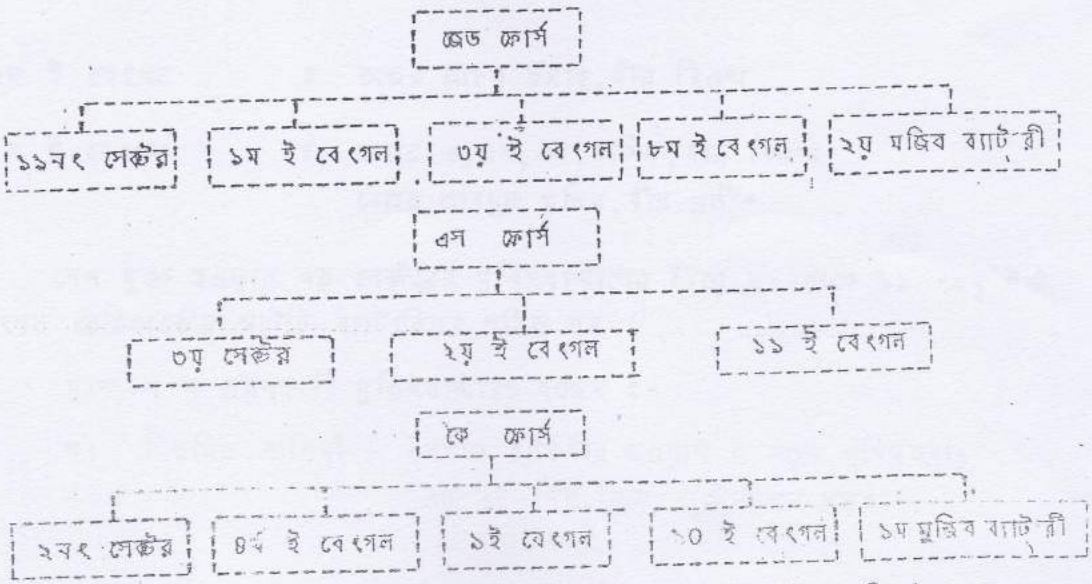

জেড ফোর্স সেপ্টেম্বর মাসে ১১নং সেক্টর থেকে বদলী হয়ে ৪নং সেক্টরে (সিলেট) যুদ্ধ করে ।

এছাড়া অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেক্টর ,সাব-সেক্টর এর অধীনে বিভিন্ন গ্রুপ/বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছে যেমন টাংগাইলের (১১নং সেক্টর) কাদের সিদ্দিকী,ভালুকার আকসার উদ্দিন, গোপালগঞ্জে হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন - নোয়াখালীতে সুবেদার লুৎফর রহমান ও সামসুল হক,রৌমারীতে সুবেদার আকতাব,চাঁদপুর - ফরিদগঞ্জে জহিরুল হক পাঠান,কুমিল্লার গৌরীপুর হোমনা এলাকায় হাবিলদার গিয়াস এছাড়া গরুরগাঁও,বরিশাল ও মকসুদপুর এলাকায় এরূপ কাজ করেছে । ২নং সেক্টরের অধীন একক প্লাটুন ঢাকা শহরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কদের নাম :-

তাৎক্ষনিক ভাবে যোগদান

১ম ই বেংগল : মেজর হাফিজ উদ্দিন,বীর বিএস্ম
মেজর এম জিয়া উদ্দিন ,বীর উত্তম

২য় ই বেংগল : মেজর কে,এম,সফিউল্লাহ,বীর উত্তম
মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী,বীর বিএস্ম
(জুন,জুলাই,আগষ্ট মাসে তিনি ১ম ইষ্ট বেংগল কমান্ড করেন)

৩য় ই বেংগল : মেজর মোঃ আনোয়ার হোসেন,বীর প্রতীক
মেজর সাফায়েত জামিল,বীর বিএস্ম

৪র্থ ই বেংগল : মেজর খালেদ মোশারফ,বীর উত্তম
ক্যাপ্টেন এইচ,এম,গাফফার,বীর উত্তম

৮ম ই বেংগল : মেজর জিয়াউর রহমান,বীর উত্তম
মেজর এ,জে,এম,আমিনুল হক,বীর উত্তম

যুদ্ধের সময়ে গঠিত

১ম ই বেংগল : মেজর মোঃ আইনুদ্দিন,বীর প্রতীক

১০ম ই বেংগল : মেজর জাফর ইমাম,বীর বিএস্ম

১১শ ই বেংগল : মেজর এ,এস,এম,নাসিম,বীর বিএস্ম
মেজর আবদুল মতিন,বীর প্রতীক

দেশ মুক্ত হওয়ার পর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ১২ থেকে ১১ পর্যন্ত ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টের আটটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয় ।

যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছেন :-

ক। নিয়মিত বাহিনী - (সেনাস্থ বাহিনীর জওয়ান ও নতুন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এক এক-দের নিয়ে ব্যাটালিয়ন সমূহ

খ। সেক্টর ট্রুপস্ - তদানিন্তন ইপি আর, পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার যারা নিয়মিত ব্যাটালিয়নের সদস্য না হয়ে সরাসরি সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছে (নিজস্ব কোম্পানী, গ্রুপ ইত্যাদি হিসেবে

গ। গনবাহিনী - ফ্রিডম ফাইটারস । বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ যারা অস্ত্র প্রশিক্ষন নিয়ে সেক্টরের অধীনে সেক্টর অঞ্চলে কিংবা দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানী গ্রুপ হিসেবে যুদ্ধ করেছে । এদের ভিতর যারা লীডারশীপে ভাল করত তাদের ট্রেনিং দীর্ঘায়িত করা হয় এবং বলা হতো সি এন সি স্পেসাল। যারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়, রসদপত্র সংবাদ সরবরাহক কিংবা গাইড হিসাবে কাজ করতো তাদেরকে ভিত্তি ফৌজ বলা হতো ।

ঘ। নৌ-কমান্ডো ।

ঙ। সীমিত আকারে (সেক্টর থেকে) এয়ার ফোর্স ।

ট্রাস্ট কর্তৃক সংগৃহীত মূলদলিলের তিনটি ফটোকপি (ক, খ ও গ চিহ্নিত) নমুনা হিসেবে সংযুক্ত করা হল ।

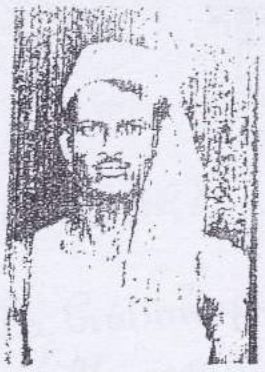

নমুনা-ক

What is your name? MD. MOSLEM MIAH

What is your father's name? MU. KANCHAN MIAH

What is your date and place of birth? 2-3-52

ISLAMABAD

What is your address? VILL. ISLAMA BAD

P.O. UJANCHAR P.S. HOMNA

TO. MURAD NAGAR DIST. COMILLA

1. MD. TOTA MIAH
AS. ABOVE

2. GIASHUDDIN
AS. ABOVE

3. IDRIS ALI
AS. ABOVE

4.

5. MUSHAMMED
RABEYA KHATUN
W/O. MOHAMMED ALI
VILL. ISLAMABAD
P.O. UJANCHAR
COMILLA

6.

7. ABDUL MANNAN
VILL. ISLAMABAD
P.O. UJANCHAR
DIST. COMILLA

8.

Miah

TOP SECRET

নমুনা-খ

TRAINING CAMP (S3) NO 4

RECORD OF TRAINEES

Name (In CAPITALS) MD. KOSIM UDDIN (PARTER)

Father's Name (In CAPITALS, incl designation) LT. MD. ILAHI BOKSHA

Home address (incl Tehsil/PS) vill. Lougai Po. Gobindapur. Ps. Purbadhalla Dist. Mymensingh

Age (incl date of birth if possible) 19 years.

Physical description and identification marks (incl ht, built and looks) 5'4", Thin built, [illegible] looks.

Brief family history (incl ages and occupation of other members of family) Father's age Late, Mother's " 45 years.
Brothers (1) – 19.
Sisters (2) – 25, 14.

Details of previous service if any (incl date of enrolment, whether in possession pay book etc) Farmer,

Type of training given (incl if selected for JL/Spl Trg)

Member of sqd No (incl wing, sqd and Gp Nos) wing no – 1. Sqd no – 4.

Response to trg and std achieved (in respect of WT, FC, MD/BC, JA/Spl trg and Motivation) Average

Remarks	Prac int	Gp Adjustment	Gp effectiveness	Dynamics	Total
	5 /10	5 /10	[illegible] /10	4 /10	[illegible] /40

(Signature) Hard working

Dated 25 Sep 1971

Wing Comdr, No [illegible] Wing
(A. SENHOR) Capt
SR

COUNTERSIGNED

COMMANDANT

TOP SECRET

নমুনা-গ

ভর্তির ফরম

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী

(ভর্তি করার পূর্বে রিক্রুটিং অফিসার প্রার্থীকে নিম্নের প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করিবেন।)

নোট—রিক্রুটিং অফিসার প্রার্থীকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিবেন যে, ভর্তির পরে যদি প্রকাশ পায় যে প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম ৯টি প্রশ্নের যে কোনটির উত্তরদান কালে মিথ্যা বলিয়াছেন, তবে সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

প্রশ্ন—১। আপনার নাম? আবদুল জব্বার

২। আপনার স্থায়ী ঠিকানা কি?
গ্রাম আহমদপুর মহল্লা .... ডাকঘর হাট হাজারী হাট
থানা সোনাগাজী জিলা নোয়াখালী

৩। (ক) আপনার পিতার নাম? মৃত ...
(খ) তাহার আগের ঠিকানা? গ্রাম ঐ মহল্লা ....
ডাকঘর ঐ থানা ঐ জিলা ঐ

৪। আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?
গ্রাম/মহল্লা আহমদপুর ডাকঘর হাট হাজারী হাট

৫। আপনার (ক) জাতীয়তা কি? বাংলাদেশী (খ) ধর্ম কি? ইসলাম

৬। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা তৃতীয় শ্রেণী, আহমদপুর প্রাইমারী স্কুল,
(স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির নাম লিখিতে হইবে)

৭। আপনি কি বিবাহিত না বিবাহিত হইলে বিবাহের তারিখ .... এবং পত্নীর নাম .... পিতার নাম ও ঠিকানা ....

৮। আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের বা ছাত্র দল বা সংসদের সদস্য ছিলেন? যদি সদস্য হইয়া থাকেন দলের বা সংসদের নাম, আপনার সদস্য পদের মেয়াদ বা রাজনৈতিক বা ছাত্র দলের সাথে অন্য যে কোন ভাবে আপনার সংযোগ ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করুন এবং আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন এমন একজন দলের বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করুন:— না

৯। বাংলা দেশের যে কোন সময়ে প্রচলিত আইনে আপনি কি কখনো গ্রেপ্তার, অভিযুক্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত বা কারাবরণ করিয়াছিলেন? না

১০। আপনি কি বাংলা দেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সিপাহী হিসাবে বা তৎসম পদে ভর্তি হইতে এবং যোগ্য বিবেচিত হইলে যে কোন পদে বা বিভাগে নিয়োগ বা পুনঃ নিয়োগ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক? হাঁ

১১। আপনি কি বাংলা দেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর আইনসমূহ ও অন্যান্য নিয়মাবলীর আনুগত্য গ্রহণ ও স্বীকার করিতে ইচ্ছুক? হাঁ

১২। আপনি কি টিকা গ্রহণ ও পুনঃ টিকা গ্রহণে ইচ্ছুক? হাঁ

১৩। স্থল, বিমান এবং নৌ-পথে যে কোন নির্দেশিত স্থানে আপনি কি যাইতে ইচ্ছুক? হাঁ

তারিখ ২৮ নভেম্বর ৭২; আবদুল জব্বার
স্থান .... প্রার্থীর দস্তখত (পুরা নাম)

(১) .... (২) ....

ডাক্তারী পরীক্ষা

নং ....
নাম আবদুল জব্বার
(ক) বাহ্যিক দৃষ্টিতে ২০ বৎসর .... মাস .... দিন।
(খ) সার্টিফিকেট মোতাবেক ২০ বৎসর ৫ মাস ১৯ দিন।
উচ্চতা ৫ ফুট .... ইঞ্চি।
বক্ষ—স্বাভাবিক ৩১" প্রসারিত ৩২"
চক্ষু ৬/৬